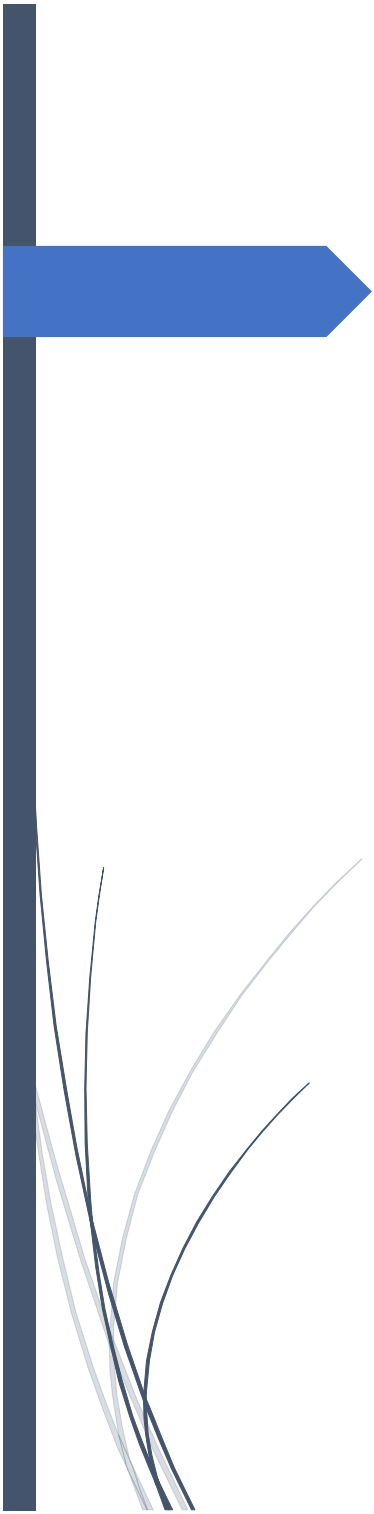
আলাওয়ী আলোকধারা



সংকলন

মোহাম্মদ আবদুস সালাম

আলাওয়ী আলোকধারা

(হুজ্জাতুল ইসলাম, মুহাদ্দিসুল হারামাইন, ইমাম, ফকিহ, মুজাদ্দিদ, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী আল মালেকী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে সংগৃহীত যিকিরের উপকারিতা, দুরুদ শরীফের ৪০ ফজিলত এবং ৪০ নসিহত)

সংকলন

মোহাম্মদ আবদুস সালাম

আলাওয়ী আলোকধারা

(হুজ্জাতুল ইসলাম, মুহাদ্দিসুল হারামাইন, ইমাম, ফকিহ, মুজাদ্দিদ, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী আল মালেকী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে সংগৃহীত যিকিরের উপকারিতা, দুরুদ শরীফের ৪০ ফজিলত এবং ৪০ নসিহত)

সংকলন:

মোহাম্মদ আবদুস সালাম

যোগাযোগ- 01717 566700

স্বত্ব: সংকলক কতৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিনিময়: ৪০ টাকা মাত্র

يارب بالمصطفى بلغ مقاصدنا

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

উৎসর্গ -

সুলতানুল আউলিয়া, মুজাদ্দিদে জামান, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.), আল্লামা হাবিবুর রহমান মুহাদ্দিস ছাহেব (রহ.) সহ সিলসিলার সকল বুযুর্গের দরজা বুলন্দির জন্য।

সূচি পত্র

ভূমিকা	৫
এক নজরে ইমাম সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আলাওয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু	৭
আল্লাহর যিকিরের উপকারিতা ও ফলাফল	৯
দুরূদ শরীফের ৪০ ফজিলত	১৩
নবীজীর উপর দুরুদ পাঠের ফজিলত	১৭
নির্বাচিত কিছু দুরুদ শরীফ	২০
ইমাম সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী (রাদ্বি.) এর ৪০ নসীহত	২৩

ভূমিকা

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

মুহাদ্দিসুল হারামাইন, সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আলাওয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এমন এক মহান ব্যক্তি, যাঁর পবিত্র নাম শুনলেই হৃদয়ে প্রেম, আদব ও শ্রদ্ধার সুবাতাস বয়ে যায়।

সম্প্রতি তাঁর কিছু অমূল্য বাণী পাঠ করে আমার অন্তরে এই ভাবনার উদয় হলো, এই মহাসমুদ্রতুল্য ব্যক্তিত্বের ফয়েজ ও বরকত লাভের আশায় তাঁর কিছু বাণী একত্রিত করে মানুষের সামনে পেশ করতে পারলে তা কতই না সৌভাগ্যের বিষয় হবে! সেই ভাবনা থেকেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই ছোট্ট রিসালাটিতে প্রথমে সাইয়্যিদ ছাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছি। অতঃপর তাঁর থেকে সংগৃহীত যিকিরের উপকারিতা, দুরুদ শরীফের ৪০ ফজিলত এবং ৪০ নসিহত অত্যন্ত যত্নের সাথে সন্নিবেশিত করেছি।

নসিহতের কয়েক স্থানে সাইয়্যিদ ছাহেব রা. কঠিন শব্দ ও জটিল বাক্য ব্যবহার করেছেন। সেগুলো কতৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মূল ভাবার্থ ঠিক রেখে সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এই রিসালাটি প্রকাশ করতে যারা আর্থিকভাবে এবং সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সকলের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আলহামদুলিল্লাহ! এই রিসালাটি তৈরি করে আমরা সাইয়্যিদ ছাহেবের সুযোগ্য নাতি, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আল-মালিকী ছাহেবের খেদমতে পেশ করেছি। তিনি এটি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন, আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছেন এবং বলেছেন, "**আপনাদের এই কাজে আমার দাদা ছাহেবের পবিত্র রূহ অবশ্যই আপনাদের প্রতি খুশি**"।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই নগণ্য প্রয়াসকে কবুল করুন এবং এর বরকতে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে ধন্য করুন। আমিন।

-সংকলক



হুজ্জাতুল ইসলাম, মুহাদ্দিসুল হারামাইন, ইমাম, ফকিহ, মুজাদ্দিদ, সাইয়্যিদ
মুহাম্মদ আলাওয়ী আল মালেকী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

এক নজরে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী আল মালেকী আল-হাসানি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-

সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী আল মালেকী আল-হাসানি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, ফকীহ ও আরিফ বিল্লাহ। তিনি ছিলেন নবী করীম ﷺ এর পবিত্র বংশধর। পবিত্র মক্কা নগরীর সবচেয়ে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর মর্যাদা এমন ছিল যে, তাঁর যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কায় আগত কোনো আলেমের সফরই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা ছাড়া পূর্ণ হতো না। উলামায়ে কেরাম তাঁর সাক্ষাৎকে অপরিহার্য মনে করতেন।

সাইয়্যিদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন মক্কাতুল মুকাররমার মসজিদে হারামের মালিকী মাযহাবের ইমাম। তাঁর দাদাজান, সাইয়্যিদ আব্বাস আল-মালিকি (রহ.) ছিলেন মক্কার মুফতি এবং হারাম শরীফের ইমাম ও খতিব। তিনি উসমানী খেলাফত, হাশেমী শাসনামল এবং সৌদি রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরেও এই মহান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর পিতা, সাইয়্যিদ আলাভি আল-মালিকি (রহ.) ছিলেন গত শতাব্দীর মক্কার শ্রেষ্ঠ উলামাদের অন্যতম। তিনি প্রায় ৪০ বছর মসজিদে হারামে হাদিস সহ বিভিন্ন ইসলামী বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তিনি নিজেও হারাম শরীফে হাদিসের দরস দিতেন। এজন্য তাঁকে "মুহাদ্দিসুল হারামাইন" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৪২৫ হিজরীর ১৫ই রমাদান, জুমুআর দিন ফজরের পর উম্মাহর এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটে। ইন্তেকাল করেন হিজায ভূমির সূর্য, মুহাদ্দিসুল হারামাইন, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী আল মালেকী আল-হাসানি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে তিনি টেলিফোনে ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানরত তাঁর এক সাবেক ছাত্রের সাথে কথা বলেন। তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এবার রমযানে মক্কা শরীফ আসবে না? ছাত্র না-সূচক জবাব দিলে তিনি বলেন, তাহলে তুমি কি আমার জানাযায় শরিক হবে না?

১৫ই রমযান, শুক্রবার প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয় রুসাইফায়। ইমামতি করেন তাঁর আপন ভাই শায়খ সাইয়্যিদ আব্বাস আলাওয়ী। দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে হারামে, বাদ ইশা। ইমামতি করেন মসজিদে হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল (রহ.) ।

অতঃপর তাঁকে জান্নাতুল মুআল্লায়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর মাযারের পাশে, তাঁর পিতার কবরের সন্নিকটে দাফন করা হয়।

৩০ অক্টোবর ২০০৪ সালে সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'আরব নিউজ' সাইয়্যিদ আলাওয়ী এর ইন্তেকাল সংবাদ শিরোনাম করেছিল এভাবে "মক্কা তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বিদায় জানালো।" আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মাজারকে নূরে ভরপুর করুন এবং তাঁর ফুয়ুজাত দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমিন।

নিম্নে সাইয়্যিদ ছাহেব এর রচিত কিছু কিতাবের ফটো দেওয়া হলো-



আল্লাহর যিকিরের উপকারিতা ও ফলাফল

সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল-মালিকি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাঁর 'أبواب الفرج' গ্রন্থে যিকিরের ৫৩ টি উপকারিতা ও ফলাফল উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা হল-

১. নিশ্চয়ই যিকির শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং দমন করে।

২. যিকির দয়াময় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

৩. যিকির অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে দেয়।

৪. যিকির অন্তরে আনন্দ ও প্রফুল্লতা নিয়ে আসে।

৫. যিকির হৃদয় ও শরীরকে শক্তিশালী করে।

৬. যিকির চেহারা ও অন্তরকে আলোকিত করে।

৭. যিকির রিযিক নিয়ে আসে।

৮. যিকির যিকিরকারীকে প্রভাব, মাধুর্য ও সজীবতা পরিধান করায়।

৯. যিকির মহান রবের ভালোবাসা অর্জন করায়।

১০. যিকির আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করায়, আর বান্দা আল্লাহকে যত বেশি স্মরণ করবে, তাঁর নৈকট্যও তত বেশি হবে।

১১. যিকির যিকিরকারীকে মুরাকাবা (আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতি) দান করে, এমনকি তাকে ইহসানের স্তরে পৌঁছে দেয়, ফলে সে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করে যেন সে তাঁকে দেখছে।

১২. যিকির ইনাবাহ সৃষ্টি করে, আর ইনাবাহ হলো আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া।

১৩. যিকির তার জন্য মারিফাতের দরজাসমূহ থেকে একটি মহান দরজা খুলে দেয়।

১৪. . যিকির আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাকে স্মরণ করার কারণ হয়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (فاذكروني أذكركم) তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।

১৫. যিকির অন্তরের জীবন দান করে।

১৬. যিকির অন্তর ও রূহের খোরাক।

১৭. যিকির অন্তরের মরিচা দূর করে তাকে পরিষ্কার করে, যেমন হাদিসে এসেছে।

১৮. যিকির গুনাহসমূহকে ঝরিয়ে দেয় ও মুছে ফেলে, কেননা এটি সবচেয়ে বড় নেক আমলগুলোর একটি।

১৯. যিকির বান্দা ও তার রবের মাঝের দূরত্ব ও অপরিচিতভাব দূর করে দেয়।

২০. যিকির এটি আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে মুক্তি দেয়।

২১. যিকির সাকীনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ হওয়া এবং রহমত দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার কারণ।

২২. যিকিরের মজলিসগুলো ফেরেশতাদের মজলিস।

২৩. যিকিরকারী তার যিকিরের দ্বারা সৌভাগ্যবান হয় এবং তার পাশে বসা ব্যক্তিও তার দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়।

২৪. যিকির বান্দাকে কিয়ামতের দিনের আফসোস থেকে নিরাপদ রাখে।

২৫. যিকিরে ব্যস্ত থাকা আল্লাহর পক্ষ থেকে যিকিরকারীকে প্রার্থনাকারীদেরকে যা দেওয়া হয় তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করার কারণ।

২৬. যিকির সবচেয়ে সহজ ইবাদত, অথচ সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর একটি।

২৭. যিকির জান্নাতের চারাগাছ।

২৮. যিকিরের উপর যে প্রতিদান ও অনুগ্রহের ওয়াদা করা হয়েছে, তা অন্য কোনো আমলের উপর করা হয়নি, যেমন হাদিসসমূহে উল্লেখ আছে।

২৯. রব তাবারাকা ওয়া তাআলার যিকিরে সর্বদা লেগে থাকা ভুলে যাওয়া থেকে নিরাপত্তা দেয়, আর ভুলে যাওয়াই হলো বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্ভাগ্যের কারণ।

৩০. যিকির দুনিয়াতে যিকিরকারীর জন্য আলো এবং তার কবরেও তার জন্য আলো।

৩১. যিকির অন্তরকে গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় এবং তার তন্দ্রা থেকে সজাগ করে।

৩২. যিকির হলো এমন একটি গাছ যা মারিফাতের ফল দেয়, যার দিকে আল্লাহর পথের পথিকরা ধাবিত হয়েছে।

৩৩. যিকিরকারী তার যিকৃত সত্তার (আল্লাহ) নিকটবর্তী, আর আল্লাহও তার স্মরণকারীর নিকটবর্তী। আর এই নৈকট্য হলো সাথে থাকার নৈকট্য। আর এই সাথে থাকার প্রকারভেদ রয়েছে, নৈকট্যের সাথে থাকা, ওলায়েতের সাথে থাকা, ভালোবাসার সাথে থাকা, সাহায্য ও তাওফিকের সাথে থাকা।

৩৪. যিকির গোলাম আযাদ করা ও সম্পদ ব্যয় করার সমতুল্য আমল।

৩৫. যিকির হলো শুকরের মূল। যে আল্লাহকে স্মরণ করলো না, সে তাঁর শুকরিয়া আদায় করলো না।

৩৬. অন্তরে এক ধরনের শূন্যতা ও ফাঁকা জায়গা আছে, যা আল্লাহ তাআলার যিকির ছাড়া আর কিছু দিয়ে পূর্ণ হয় না।

৩৭. যিকির নেয়ামতকে আকর্ষণ করে এবং আযাবকে প্রতিহত করে।

৩৮. যিকির আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যিকিরকারীর উপর সালাত (রহমত ও দোয়া) অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

৩৯. আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের সামনে যিকিরকারীদের নিয়ে গর্ব করেন।

৪০. যে ব্যক্তি সর্বদা যিকিরে লেগে থাকে, সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেমন হাদিসে এসেছে।

৪১. যিকির আনুগত্যের উপর সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী।

৪২. যিকির যিকিরকারীকে শক্তি ও উদ্যম দান করে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে শিখিয়েছিলেন।

৪৩. জান্নাতের প্রাসাদগুলো যিকির দ্বারা নির্মিত হয়, আর যিকিরকারী যখন যিকির থেকে বিরত থাকে, তখন ফেরেশতারাও নির্মাণ থেকে বিরত থাকে।

৪৪. ফেরেশতারা যিকিরকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যেমন তওবাকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

৪৫. পাহাড় ও মরুভূমি যিকিরকারীর কারণে গর্ববোধ করে এবং আনন্দিত হয়।

৪৬. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির নিফাক থেকে নিরাপত্তা দেয়, কারণ মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে।

৪৭. যিকিরের স্বাদ আমলসমূহের মধ্যে এমন এক স্বাদ যা অন্য কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। এজন্যই যিকিরের মজলিসকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে।

৪৮. পথে-ঘাটে, ঘরে ও সফরে সর্বদা যিকিরে লেগে থাকা কিয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সাক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

৪৯. এটি চেহারায় দুনিয়াতে উজ্জ্বলতা এবং আখিরাতে নূর দান করে, যেমন হাদিসে এসেছে।

(من قال كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله) إلى آخر الحديث (أتى الله يوم القيامة ووجهه أشد بياضاً من القمر ليلة البدر).

৫০. যকির বান্দার কথাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যায়ন করার কারণ। কারণ যিকিরকারী আল্লাহ তাআলার পূর্ণতার গুণাবলী ও মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে।

যখন বান্দা তা বর্ণনা করে, তখন তার রব তাকে সত্যায়ন করেন। আর যাকে তার রব সত্যায়ন করেন, তাকে মিথ্যাবাদীদের সাথে হাশর করা হবে না।

৫১. যিকির ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তার স্থানে দাঁড়ায়, চাই তা শারীরিক ইবাদত হোক বা আর্থিক, যেমন হাদিসে এসেছে।

৫২. বান্দা যখন সুখের সময়ে যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে চিনে রাখে, তখন আল্লাহ তাকে দুঃখের সময়ে চিনে রাখেন (সাহায্য করেন)।

৫৩. যিকির হলো অন্তরের আরোগ্য ও তার ঔষধ, আর গাফলতি হলো তার রোগ।

هذا ما تيسر لنا من فوائد الذكر، نسأل الله أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

দুরূদ শরীফের ৪০ ফজিলত

সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল-মালিকি রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাঁর 'أبواب الفرج' গ্রন্থে বলেন, 'এটা জানা কথা যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার দুনিয়াবী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, তখন সে বান্দা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের বেষ্টনীতে প্রবেশ করে। সে তখন সব ধরনের ভয় থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সকল বিপদ-আপদ থেকে তার জন্য পূর্ণ হেফাজতের ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং সে যেন নাজাতের নৌকায় আরোহণ করে। এর অর্থ হলো, তাকে এমন সবকিছু থেকে হেফাজত করা হয় যা দুশ্চিন্তার কারণ হয়, যেমন - দারিদ্র্য, ঋণগ্রস্ততা, পরাজয়, দুঃখ, রোগ, ভয় এবং অন্যান্য বিপদাপদ ও মুসিবত।

তখন তার দুনিয়াবী সব বিষয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার নিশ্চয়তা হয়ে যায়। আর এর সাথে যদি তার গুনাহের ক্ষমাও যুক্ত হয়, যার মাধ্যমে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ স্থানগুলোতে প্রতিটি অমঙ্গল থেকে নাজাত পেয়ে সে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে তবে তার পরকালীন বিষয়াদির কল্যাণও সুনিশ্চিত হয়ে গেল। বান্দা এর চেয়ে বেশি আর কি-ই বা আশা করতে পারে! আর এই সবকিছুই সে লাভ করতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও

সালাম পাঠের বরকতে। আর তা হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ের সংশোধন ও কল্যাণ।

এখানে সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম পাঠের কিছু উপকারিতা উল্লেখ করা হলো, যা উলামায়ে কেরাম বিশেষ করে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এবং ফকীহ ইবনে হাজার হাইছামী উল্লেখ করেছেন।

১. প্রথম উপকারিতা: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশ পালন করা হয় ।

২. দ্বিতীয় উপকারিতা: তাঁর (নবীজীর) উপর দুরূদ পাঠের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয় । যদিও উভয় দুরূদ ভিন্ন। আমাদের দুরূদ হলো দোয়া ও প্রার্থনা, আর আল্লাহ তাআলার দুরূদ হলো প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন।

৩. তৃতীয় উপকারিতা: এই দুরূদ পাঠের মাধ্যমে ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়।

৪. চতুর্থ উপকারিতা: একবার দুরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দশটি রহমত নাযিল হয়।

৫. পঞ্চম উপকারিতা: তার জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

৬. ষষ্ঠ উপকারিতা: তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।

৭. সপ্তম উপকারিতা: তার থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হয়।

৮. অষ্টম উপকারিতা: দোয়ার আগে দুরূদ পড়লে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। কারণ দুরূদ দোয়াকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দেয়। এর আগে দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

৯. নবম উপকারিতা: এটি নবীজীর শাফায়াত লাভের কারণ। যখন ওসীলা প্রার্থনার সাথে দুরূদকে মিলিয়ে পড়া হয় বা শুধু দরূদ পড়া হয়।

১০. দশম উপকারিতা: এটি গুনাহ মাফের কারণ।

১১. একাদশ উপকারিতা: এটি বান্দার গুরুত্বপূর্ণ কাজে আল্লাহ যথেষ্ট হওয়ার কারণ।
১২. দ্বাদশ উপকারিতা: এটি কিয়ামতের দিন বান্দা নবীজীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণ।

১৩. ত্রয়োদশ উপকারিতা: এটি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সদকার স্থলাভিষিক্ত হয়।

১৪. চতুর্দশ উপকারিতা: এটি প্রয়োজন পূরণের কারণ।

১৫. পঞ্চদশ উপকারিতা: এটি দুরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের দুরূদ (রহমত ও দোয়া) নাযিলের কারণ।

১৬. ষোড়শ উপকারিতা: এটি দুরূদ পাঠকারীর জন্য পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির কারণ।

১৭. সপ্তদশ উপকারিতা: এটি মৃত্যুর পূর্বে বান্দাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তির কারণ। এটি হাফেজ আবু মূসা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

১৮. অষ্টাদশ উপকারিতা: এটি কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে নাজাতের কারণ। এটিও আবু মূসা উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯. ঊনবিংশ উপকারিতা: এটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দরূদ পাঠকারীকে সালামের জবাব দেওয়ার কারণ।

২০. বিংশ উপকারিতা: এটি মজলিসকে সুন্দর করার কারণ এবং কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার অধিবাসীদের জন্য আফসোসের কারণ হবে না।

২১. একবিংশ উপকারিতা: এটি বান্দার ভুলে যাওয়া জিনিস স্মরণ করার কারণ।

২২. দ্বাবিংশ উপকারিতা: এটি দারিদ্র্য থেকে মুক্তির কারণ।

২৩. ত্রয়োবিংশ উপকারিতা: নবীজীর নাম উল্লেখের সময় দুরূদ পড়লে বান্দা থেকে কৃপণতার অপবাদ দূর হয়ে যায়।

২৪. চব্বিশতম উপকারিতা: নবীজীর নাম শুনেও দুরূদ না পড়লে যে বদ-দোয়া (নাক ধূলায় ধূসরিত হোক) করা হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২৫. পঁচিশতম উপকারিতা: দুরূদ পাঠকারীকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে, আর যে দুরূদ ছেড়ে দেয় সে জান্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

২৬. ছাব্বিশতম উপকারিতা: যে মজলিসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্মরণ করা হয় না, তাঁর প্রশংসা করা হয় না এবং রাসূলের উপর দুরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিসের অপবিত্রতা ও ক্ষতি থেকে এটি নাজাত দেয়।

২৭. সাতাশতম উপকারিতা: এটি আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের উপর দুরূদ দিয়ে শুরু করা কথাকে পরিপূর্ণ করার কারণ।

২৮. আটাশতম উপকারিতা: এটি পুলসিরাতের উপর বান্দার নূর বৃদ্ধির কারণ।

২৯. ঊনত্রিশতম উপকারিতা: এর মাধ্যমে বান্দা রুক্ষতা ও কঠোরতা থেকে বেরিয়ে আসে।

৩০. ত্রিশতম উপকারিতা: এটি আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের মাঝে দরূদ পাঠকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুন্দর প্রশংসা অবশিষ্ট থাকার কারণ।

৩১. একত্রিশতম উপকারিতা: এটি দুরূদ পাঠকারীর সত্তা, তার আমল, তার হায়াত এবং তার কল্যাণের উপকরণে বরকতের কারণ।

৩২. বত্রিশতম উপকারিতা: এটি আল্লাহর রহমত লাভের কারণ।

৩৩. তেত্রিশতম উপকারিতা: এটি রাসূলের প্রতি ভালোবাসা স্থায়ী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ও বহুগুণ হওয়ার কারণ। আর এটি ঈমানের এমন একটি বন্ধন যা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।

৩৪. চৌত্রিশতম উপকারিতা: তাঁর উপর দুরূদ পাঠ বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণ।

৩৫. পঁয়ত্রিশতম উপকারিতা: এটি বান্দার হেদায়াত ও তার অন্তরের জীবনের কারণ।

৩৬. ছত্রিশতম উপকারিতা: এটি নবীজীর কাছে দুরূদ পাঠকারীর নাম পেশ হওয়া ও তার উল্লেখ হওয়ার কারণ।

৩৭. সাইত্রিশতম উপকারিতা: এটি পুলসিরাতের উপর পা স্থির থাকা ও তা অতিক্রম করার কারণ।

৩৮. আটত্রিশতম উপকারিতা: নবীজীর উপর দুরূদ পাঠ তাঁর হকের ন্যূনতম আদায় এবং আল্লাহ আমাদের উপর যে নেয়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া। অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে যা প্রাপ্য তা জ্ঞান, ক্ষমতা বা ইচ্ছা দ্বারা গণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ

সুবহানাহু তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে তাঁর শুকরিয়া ও হক আদায়ের ক্ষেত্রে অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান।

৩৯. ঊনচল্লিশতম উপকারিতা: এই দুরূদের মধ্যে আল্লাহর জিকির, তাঁর শুকরিয়া এবং তাঁর রাসূলকে প্রেরণের মাধ্যমে বান্দাদের উপর তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি নিহিত রয়েছে।

৪০. চল্লিশতম উপকারিতা: সকল গোপন রহস্যের মূল রহস্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করা।

(সাইয়্যিদ ছাহেব রা. তাঁর কিতাবে দুরূদ শরীফের ৩৯টি ফজিলত উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর বক্তব্য থেকে আরও একটি ফজিলত খুঁজে বের করে ৪০ পূর্ণ করেছি।)

নবীজির উপর দুরূদ পাঠের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতে মুহাম্মদীকে যে ফজিলত ও সম্মান দান করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো যে ব্যক্তি সাইয়্যিদুল বাশার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে, তার জন্য রয়েছে বিরাট সওয়াব ও মহান প্রতিদান। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর

দুরূদ ও সালাম পাঠ এমন একটি জিকির, যার শব্দ ও অর্থ উভয়ের জন্যই বান্দা সওয়াব পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই আমলে ব্যস্ত থাকে, সে শুধু এর শব্দগুলো বারবার উচ্চারণ করার জন্যই সওয়াব পায়, যেমনিভাবে তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) ও তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) এর শব্দ বারবার উচ্চারণকারী সওয়াব পায়।

আমাদের আলোচনা এইটা নিয়ে নয় যে, এই জিকিরের তুলনায় ওই জিকিরের সওয়াবের পরিমাণ কত। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, যে ব্যক্তি মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠে ব্যস্ত থাকে, সে শুধু দুরূদ ও সালামের শব্দগুলো বারবার উচ্চারণ করার কারণেই সওয়াব পায়, যেমনিভাবে তাহলীল, তাসবীহ ও তাহমীদের শব্দ উচ্চারণকারী সওয়াব পায়।

এটি এমন একটি ইবাদতপূর্ণ জিকির যার শব্দ ও অর্থ উভয়ের জন্যই সওয়াব। এই কারণেই কিছু সালাফে সালেহীন নিজেদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে নিতেন, সেই পরিমাণ দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং এর উপর অবিচল থাকতেন। আর এতে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস না করে যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো শরীয়তসম্মত আমল। বরং সে জানে যে, এটি তার নিজের পক্ষ থেকে বা অন্য কারো পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

কারণ প্রকৃত বিষয় হলো, নবীজী থেকে বর্ণিত নয় এমন কোনো কিছুকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা। এমন কাজকে আমরা সন্তুষ্টির চোখে দেখি না, বরং এর বিরোধিতা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এটি একটি নিকৃষ্ট ও খারাপ বিদআত, যা নবীজী পছন্দ করেন না।

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের জন্য কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করে এই জেনে যে, এটি তার নিজের পক্ষ থেকে, নবুয়তের মর্যাদার বরকত থেকে, এবং সে এটাকে নির্দিষ্টভাবে সুন্নত বা শরীয়তসম্মত মনে করে না, তাহলে এতে কোনো অসুবিধাই নেই। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এমন করতেন। যেমন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "হে যায়েদ ইবনে ওয়াহাব! জুমার দিন এলে

নবীজীর উপর এক হাজার বার দরূদ পড়তে ভুলো না। তুমি বলো, اللهم صلّ على محمد النبي الأمي

সাইয়্যিদ ছাহেবের সম্মানিত পিতা সাইয়্যিদ আলাভি আল-মালিকি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সমস্ত সর্দারদের সর্দার নবীজির উপর দরূদ পড়া, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সকল সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলোর একটি। এবং তরীকতের শুরুতে যারা আছে, যারা আল্লাহকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং যারা শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে তাদের সবার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। তালিব (অন্বেষণকারী), সালিক (পথের পথিক), মুরিদ (ভক্ত) এবং মুকাররাব (আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত) সকলেরই এর সমানভাবে প্রয়োজন। কারণ, তালিবকে এই দরূদ তারবিয়াত দেয় (গড়ে তোলে), আর আরিফকে ফানা করে দেওয়ার পর আবার বাক্বা (স্থায়িত্ব) দান করে।" (أبواب الفرج)

আর যদি তুমি চাও, তাহলে এভাবেও বলতে পারো: দুরূদ শরীফ তালিবকে (অন্বেষণকারীকে) সুলুকের পথে চলতে সাহায্য করে, আর মুরিদকে সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে উপরে তুলে দেয়। আর আরিফকে তো এই দরূদ বলে দেয় এইতো তুমি আর তোমার রব!

আর যদি তুমি চাও, এভাবেও বলতে পারো: দুরূদ শরীফ তালিবের শক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়, মুরিদকে দান করে বীরত্ব ও মহত্ত্ব, আর আরিফকে আল্লাহর ভয়ে ভীত- সম্ভমের মাকামে অটল রাখে।

আর যদি তুমি চাও, এভাবেও বলতে পারো: দুরূদ শরীফ তালিবকে বহন করে নিয়ে যায়, মুরিদকে পরিপূর্ণতা দান করে, আর আরিফকে নূরের রঙে রঙিন করে দেয়।

আর যদি তুমি চাও, এভাবেও বলতে পারো: দরূদ শরীফ তালিবের কাছে নেক আমলকে প্রিয় করে তোলে, মুরিদকে দান করে আধ্যাত্মিক হাল (অবস্থা), আর আরিফকে রিজাল (আল্লাহর খাস বান্দা) দের মাকামে অটল ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে।

নির্বাচিত কিছু দুরুদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ، شَافِي الْعِلَلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوْبِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ .

এই দুরূদ শরিফ সম্পর্কে শায়খ নাবহানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাঁর 'أفضل الصلوات' কিতাবে বলেন: শায়খ হাসান আল-গাযী (রহ.) বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফে আমাকে এই দুরূদটি শিখিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে আমার দুশ্চিন্তা ও কষ্টের কথা অভিযোগ করেছিলাম। এরপর আমি এই দুরূদ পাঠ করলাম, ফলে আল্লাহ তায়ালা আমার কষ্ট দূর করে দিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাকে আমার আশার চেয়েও বেশি দান করলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠের বরকতে। (الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين ﷺ)

***

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا ، وَعَافِيَةِ ٱلْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا ، وَنُورِ ٱلْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا ، وَرُوحِ ٱلْأَرْوَاحِ وَسِرِّ بَقَائِهَا.

ইমাম নাবহানী (রাদ্বী.) তাঁর 'جامع الصلوات' কিতাবে এই দুরুদ শরীফ সম্পর্কে বলেছেন: যে ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় এই দরূদ নিয়মিত পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করবেন, যদিও ডাক্তাররা তার সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়।

'الكنوز المحمدية' কিতাবের লেখক বলেন: এর একটি মহান ঘটনা রয়েছে। ১৯৬৬ সালে শায়খ আবদু রাব্বিহ সুলাইমান (রহ.) বলেন: আল্লাহ আমার মাথায় একটি দুরারোগ্য ব্যাধি দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করলেন। আমি ডাক্তারদের কাছে গেলাম, তারা আমাকে পরীক্ষা করে বললেন: তোমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ১%।

তখন আমি ওযু করে আমার নির্জন ইবাদতখানায় চলে গেলাম এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এই দরূদ পড়তে থাকলাম। ফজরের পূর্বে আমি আমার মাথায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাতের শীতলতা অনুভব করলাম, এবং তিনি আমাকে বললেন: হে বৎস! এই অংশটিও (وروح الأرواح وسر بقائها) যোগ করো।

এরপর আমি ডাক্তারদের কাছে গেলাম, তারা আমাকে পরীক্ষা করে আমার সুস্থতা দেখে হতবাক হয়ে গেল। ডাক্তারদের মধ্যে একজন অমুসলিম ছিলেন, যখন আমি তাকে ঘটনাটি বললাম, তখন তিনি বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

(الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين ﷺ)

***

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

দালাইলুল খাইরাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, ইমাম তাবরানী, ইমাম আহমদ, বাজ্জার এবং ইবনে আবী আসেম এই দরূদটি রুয়ায়ফি' ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলবে: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনযিলহুল মানযিলাল মুকাররাবা মিনকা; তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" ইবনে কাসীর (রহ.) বলেছেন: এর সনদ হাসান।

এবং ইমাম শা'রানী (রহ.) তাঁর (كشف الغمة) কিতাবে এই দরূদটি এই শব্দেই উল্লেখ করেছেন। (الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين ﷺ)

***

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

এই দুরূদ শরফটি সাযয়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর। তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'الرسالة' এর খুতবায় এটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম রাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইবরাহীম আল-মারওয়াযী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে -যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শ্রেষ্ঠ দুরূদ পাঠ করবে, তাহলে তার শপথ পূর্ণ করার উপায় হলো সে যেন এই দুরূদটি পাঠ করে।

ইমাম গাজ্জালী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে আবুল হাসান শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তখন তাঁকে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইমাম শাফেয়ী আপনার পক্ষ থেকে কী প্রতিদান পেয়েছেন, যেহেতু তিনি তাঁর (আর-রিসালা) কিতাবে পূর্বের দরূদটি (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কুল্লামা যাকারাহুয যাকিরুন...) উল্লেখ করেছেন? তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাঁকে আমার পক্ষ থেকে এই প্রতিদান দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাকে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে না।

(الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين ﷺ)

ইমাম সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আলাওয়ী (রাদ্বি.) এর ৪০ নসীহত

১. ইলম (জ্ঞান) হলো নবীজীর রেখে যাওয়া সম্পদ ও উত্তরাধিকার।

২. ইলম থেকে আখলাক (সচ্চরিত্র) অগ্রগণ্য।

৩. আমি ইলম শেখানোর আগে আখলাক ও মনুষ্যত্ব (ভদ্রতা ও মানবিকতা) শেখাই।

৪. কোন ব্যক্তির জ্ঞানের দিগন্ত যত প্রশস্ত হয়, মানুষের প্রতি তার আপত্তি ও অস্বীকৃতি তত কমে যায়।

৫. যারা দূর-দূরান্ত থেকে আমার কাছে ইলম (জ্ঞান) অর্জনের জন্য আসে, আমি তাদের অত্যন্ত সম্মান করি।

৬. ছাত্রের জন্য উচিত হলো এমন কিছু (নিয়মিত) ওজিফা বা দোয়া-দরুদ থাকা, যা তাকে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবে।

৭. ছাত্রের পকেটে অবশ্যই ছোট নোটবুক ও কলম থাকা উচিত।

৮. নিশ্চয়ই শায়েখ ও শিক্ষককে সম্মান করা ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই অংশ।

৯. যে ছাত্র তার উস্তাদকে সম্মান করে না, তার প্রতি আমি রাগান্বিত হই, এমনকি সেই উস্তাদ যদি তার বন্ধুও হন।

১০. আমার কাছে খেদমতগার ছাত্র, পরিশ্রমী (শুধু পড়ুয়া) ছাত্রের চেয়ে উত্তম।

১১. কম ইলমের সাথে (কথা) শোনা ও বিনয়ী হওয়া, বেশি ইলমের সাথে চালকি ও অহংকার করার চেয়ে উত্তম।

১২. জ্ঞান এবং অহংকার একই অন্তরে (অর্থাৎ একই ব্যক্তির মাঝে) একত্রিত হতে পারে না।

১৩. আমার কাছে ছাত্র হলো সে, যে ইলম অর্জন করে এবং খেদমত করে। আর যে তার খেদমতে একনিষ্ঠ থাকে, আল্লাহ তার জন্য (সম্মানের) দরজা খুলে দেন।

১৪. তোমাদের উচিত ইলমের সাথে লেগে থাকা, দাওয়াতের কাজ করা এবং সালফে সালেহীনের (পূর্ববর্তী নেককারদের) আদর্শ অনুসরণ করা।

১৫. একজন আলেমের জন্য শুধু তার ইলমই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তার সাথে প্রজ্ঞা / হিকমত যুক্ত হয়।

১৬. তুমি চিরকাল ছাত্রই থেকো।
(অর্থাৎ ইলমের পথে কখনোই নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করো না, আজীবন ছাত্র হিসেবেই থাকো।)

১৭. ইলম হয়তো পরে পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু খেদমত পুষিয়ে নেওয়া যায় না। (ইলম ছুটে গেলে পরে তা পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু খেদমতের সুযোগ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না।)

১৮. আলেমকে অবশ্যই প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

১৯. শায়েখ (শিক্ষক) ও তাঁর ছাত্রের মধ্যকার বন্ধনের মূল বিষয় হলো তাঁর ইলম প্রচার করা এবং তাঁর আদর্শ অনুযায়ী চলা।

২০. ইলম টিকে থাকে মুযাকারা দ্বারা, এর বরকত আসে খেদমতের মাধ্যমে, আর এর উপকারিতা নির্ভর করে শায়েখের সন্তুষ্টির ওপর।

২১. দরসের মজলিসের (ক্লাসের) অন্যতম আদব হলো, দরস ছাড়া অন্য কোনো কিছু যেন তাকে ব্যস্ত না করে।

২২. যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণকারীদের এবং দরবেশ/সাধারণ দুর্বল মানুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, আমি তার প্রতিপক্ষ।

২৩. শায়েখগিরি / পীরগিরি উত্তরাধিকার সূত্রে হয় না, বরং তা হয় ইলম অর্জন ও চর্চার মাধ্যমে।

২৪. তোমার প্রকৃত আপনজন তো তারাই, যারা ইলমের পথে তোমার প্রবাস জীবনকে মেনে নেয়; তারা নয় যারা তোমার দূরে যাওয়া নিয়ে শুধু মায়া-কান্না করে (তোমাকে আটকে রাখতে চায়)।

২৫. আমার সাজসজ্জা ও পরিপাটি হওয়ার উদ্দেশ্য ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৬. আমার জীবন, আমার নিঃশ্বাস এবং আমার মূল্যবান সবকিছুই ইলমের জন্য এবং আহলে ইলমের খেদমতের জন্য উৎসর্গিত।

২৭. আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি যে, তিনি যেন আমার রূহ কবজ করেন আমার ছাত্রদের মাঝে ও আমার কিতাবগুলোর মাঝে থাকা অবস্থায়, আর আমি তখন রোজাদার থাকব।
(আল্লাহ পাক তাঁর এই ওলীর নেক ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। এই মহান ওলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছাত্রদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। এবং আমাদের জন্য আমানত হিসেবে রেখে গেছেন তাঁর নিজ হাতে রচিত শতাধিক অমূল্য কিতাব। আর তাঁর ওফাতও হয়েছে পবিত্র রমজান মাসে রোজা অবস্থায়, যা তাঁর মকবুলিয়াতের উজ্জ্বল নিদর্শন।)

২৮. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে হিকমাহ ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।

২৯. সবচেয়ে বড় মূর্খ সে-ই, যে উত্তম উপলক্ষ ও সময়ের বরকত থেকে উপকৃত হতে পারে না।

৩০. যুহদ (দুনিয়া বিমুখতা) পোশাকে কিংবা বাহ্যিক বেশভূষায় নয়, বরং তা অন্তরে।

৩১. হতভাগা হলো সে, যে তার পূর্বসূরী সালাফদের পথ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

৩২. সর্বোত্তম আমল হলো মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা।

৩৩. মহৎ ব্যক্তিদের অভ্যাস-আচরণই হলো সব অভ্যাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্যাস।

৩৪. যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে (চূড়ান্ত) লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, সে তার সূচনাকেই নষ্ট করে দিল।

৩৫. ধীরস্থিরভাবে অল্প আমল করা, তাড়াহুড়ো ও অস্থিরতার সাথে অধিক আমল করার চেয়ে উত্তম।

৩৬. তোমরা আওরাদ (নিয়মিত যিকির ও দোয়া) আঁকড়ে ধরো, কেননা তা হলো (শয়তান ও বিপদ থেকে) দুর্গ ও সুরক্ষা।

৩৭. তোমার এবং তোমার রবের কাছে মুনাজাতের মাঝে তোমার নবীর উপর দুরূদ শরীফকে রেখে দাও। (صلى الله عليه وسلم)

৩৮. জিকির হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে একটি মজবুত স্তম্ভ বরং এই পথে এটাই হলো মূল ভিত্তি। আর জিকির সর্বদা চালু রাখা ছাড়া কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

৩৯. যার কাছে সুন্নত ছেড়ে দেওয়া তুচ্ছ মনে হয়, তার কাছে গুনাহে লিপ্ত হওয়াও তুচ্ছ হয়ে যাবে।

৪০. অল্প থেকে শুরু করো, তাহলেই তুমি অনেক কিছু হয়ে উঠবে।